আল-লাজনাতুশ শারইয়্যাহ লিদ-দাওয়াতি ওয়ান-নুসরাহ
اللجنة الشرعية للدعوة والنصرة
উচ্চতর ইসলামী আইন গবেষণা বিভাগ
fatwaa.org

ফাতওয়া নাম্বার: ৫২৪ প্রকাশকাল: ২৮-১১-২০২৪ ইং

লাঠি নিয়ে খুতবা দেওয়া কি সুন্নত?

প্রশ্ন:

লাঠি নিয়ে খুতবা পাঠ করা রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের সুন্নত। আবার অন্যদিকে লা-মাযহাবিদের শিআর-প্রতীক। এখন এটিকে নবীজীর সুন্নত হিসেবে পালন করব? না, বিশেষ মাসলাকের লোকদের শিআর হওয়ার কারণে বর্জন করব?

উল্লেখ্য, আমাদের অঞ্চলে লাঠি ছেড়ে দেওয়ারই ব্যাপকতা দেখা যায়। শুধু লাঠি নিয়ে খুতবা দেওয়ার কারণে লা-মাযহাবি অপবাদ লাগিয়ে দেয়া হয়।

-আলী

উত্তর:

بسم الله الرحمن الرحيم

الحمد لله وسلام على عباده الذين اصطفى، أما بعد!

খুতবা দেয়ার সময় রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম লাঠি বা ধনুকে ভর দিতেন বলে হাদীসে এসেছে।-সুনানে আবু দাউদ: ১০৯৬, ১১৪৫ দারুর রিসালা; সুনানে ইবনে মাজাহ: ১১০৭, দারুর রিসালা

তবে রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম কাজটি সুন্নত আমল হিসেবে করেছেন, না শক্ত হয়ে দাঁড়ানোর প্রয়োজনে করেছেন, একইভাবে শুধু মিম্বার তৈরির পূর্ব পর্যন্ত করেছেন, না যখন মিম্বারে দাঁড়িয়ে খুতবা দিতেন, তখনও করেছেন, এসব বিষয়ে সালাফী ও মাযহাবী সকল উলামায়ে কেরামের বিস্তর বিশ্লেষণ রয়েছে। সালাফী আলেমরাও সবাই সুন্নত হওয়ার বিষয়ে একমত নন।

অধিকাংশ আলেমের মতে এটি মুস্তাহাব বা সুন্নতে যায়েদাহ। তবে কারো মতেই এটি খুতবার আবশ্যক কোনো অংশ নয়। সুতরাং একে আবশ্যক মনে করা এবং ছেড়ে দেয়াকে মন্দ মনে করা বাড়াবাড়ি। কারণ এমন মুস্তাহাব (মতান্তরে জায়েয) বিষয়কে আকীদাগত কিংবা কর্মগত দিক থেকে আবশ্যক বানিয়ে নিলে, তা বিদআতে পরিণত হয়।

অপরদিকে এর উপর আমল করার কারণে কাউকে বিশেষ কোনো দলের বা ভ্রান্ত ব্যক্তি বলে আখ্যায়িত করাও বাড়াবাড়ি। কারণ কেউ রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের অনুসরণ ও মুস্তাহাব আমলের নিয়তে তা করলে, অবশ্যই তিনি সাওয়াব পাবেন এবং তা প্রশংসনীয়। -বিনায়া: ৩/৬৩; রদ্দুল মুহতার: ২/১৬৩; ইমদাদুল

ফাতাওয়া-জাদীদ: ৩/১৩৯-১৪০, যাকারিয়া; ইমদাদুল মুফতীন-জামে: ৪/৪১৪, যাকারিয়া; ফাতাওয়া উসমানী: ১/৫১৪, যাকারিয়া

فقط، والله تعالى أعلم بالصواب.

আবু মুহাম্মাদ আব্দুল্লাহ আলমাহদি (উফিয়া আনহু)

২৩-০৫-১৪৪৬ হি.

২৬-১১-২০২৪ ঈ.